Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 10-07-2026 17:13 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৬ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ১০ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৯৪ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

৫৭ দিনের অমরনাথ যাত্রা, অথচ পাঁচদিনে গলে জল 'বরফানি বাবা'! কোন অশনি সংকেত?

বর্ষায় বিপর্যস্ত উত্তরভারত, উত্তরাখণ্ডে ধস, নদীর জল বেড়ে বিপদে উত্তরপ্রদেশ-হিমাচল, মৃত ১০

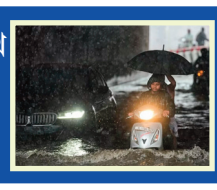

বিশ্বকাপ দেখাতে চেয়েছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার শিশুদের, ইজরায়েলি হানায় নিহত সমাজকর্মী

২১ জুলাই নিয়ে দড়ি টানাটানি !

এবার আদালতে 'কালীঘাট তৃণমূল'

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ২১ জুলাই নিয়ে দড়ি টানাটানি অব্যাহত! আগেই কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের 'আসল' তৃণমূলের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। জানানো হয়েছে ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের আয়োজন করা যাবে না। বিকল্প জায়গার কথা জানাতে রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন ঋতব্রতপন্থীরা। গান্ধীমূর্তির পাদদেশে সভা করার অনুমতি চান তাঁরা। এই আবহে এবার ২১ জুলাই নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল 'কালীঘাট তৃণমূল'। ২১ জুলাই দিনটি তৃণমূল কংগ্রেস বরাবর মেগা ইভেন্ট হিসেবে পালন করে থাকে। ১৯৯৩ সালের তখনকার যুব কংগ্রেস কর্মীদের মহাকরণ অভিযানে তৎকালীন সরকারপক্ষের গুলিচালনায় ১৩ জনের নির্মম মৃত্যুর ঘটনাকে স্মরণে রেখে এই কর্মসূচি করে তৃণমূল কংগ্রেস। আর ঘটনাস্থল ওই জায়গা বলে সেখানেই শহিদ দিবস উদযাপন করা হয়। কিন্তু এবছর ব্যতিক্রম হতে চলেছে। কারণ, ছাব্বিশে ভরাডুবির পর দুই শিবিরে বিভক্ত ঘাসফুল শিবিরে রাজনৈতিক জটিলতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। দলের প্রতীক, তহবিল নিয়ে চলছে টানাপোড়েন।এবার কালীঘাট তৃণমূলের কাছে চ্যালেঞ্জটা অন্যরকমের। এতদিন যে অঙ্কে অন্য দল থেকে একুশের মঞ্চে বড় বড় নেতাদের যোগদান করানো হত, এখন সেই অস্ত্রেই বিদ্ধ কালীঘাট। দলে ভাঙন এমন পর্যায়ে যে প্রতীক টিকিয়ে রাখাই কাল। বেশিরভাগ সাংসদ-বিধায়ক এখন বিদ্রোহী। অন্তত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব মানতে নারাজ। এই মুহূর্তে তৃণমূলের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলত্যাগী ও বিদ্রোহীদের মোকাবিলা। তাই দলের যে সব নেতাকর্মীরা দুর্দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন, বা এখনও আছেন অথচ হয়তো সঠিক সম্মান পাননি বা কাজ করার সুযোগ পাননি, তাঁদের এবারের একুশের সমাবেশে এনে সংগঠনের বাঁধুনি শক্ত করতে চাইছে তৃণমূল। তবে সভা কোথায় তা এখনও অনিশ্চিত। ইতিধ্যেই ধর্মতলায় মমতাপন্থী তৃণমূল নেতারা ফিতে নিয়ে জায়গা মাপামাপি করায় তাঁদের বিরুদ্ধে হেয়ারস্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ সাফ জানিয়েছে, ধর্মতলার মতো ব্যস্ত এলাকায় সভার অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাই এবার আদালতের দ্বারস্থ তাঁরা।

আত্মসমর্পণের জন্য তৈরি

দেশে ফেরার ঘোষণা শেখ হাসিনার !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ দেশে তাঁকে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ডের সাজা। তবু অকুতোভয় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্ভীক ঘোষণা, ডিসেম্বরেই দেশে ফিরবেন তিনি। সঙ্গে থাকবেন তাঁর দলের সিনিয়র নেতারাও। করবেন আত্মসমর্পণ।৭৮ বছরের নেত্রী বলেছেন, আমি ফিরলেই ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে, আমাকে মেরেও ফেলতে পারে। তবু আমি ফিরব। আমার দলের নেতানেত্রী ও কর্মীরা অত্যন্ত চাপে আছেন। মৃত্যু যদি আসেই তাহলে আমার দেশের মাটিতেই আসুক। যেখানে আমার মা-বাবারা কবরস্থ, যেখানকার মাটিতে তাঁদের রক্ত মিশে আছে। উল্লেখ্য, গণঅভ্যুত্থানের জেরে ক্ষমতা হারিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ইতিমধ্যেই হাসিনাকে গণহত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছে। তার মাঝেই সামনে এসেছিল তাঁর দেশের ফেরার জল্পনা। এবার সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মুজিব কন্যা জানিয়েছেন, তিনি কখন দেশে ফেরার পরিকল্পনা করছেন।সূত্রের তথ্য, হাসিনা জানিয়েছেন, তিনি চলতি বছরের শেষে, ডিসেম্বর মাসে দেশে ফেরার পরিকল্পনা করছেন। দেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণের পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান শেখ হাসিনা। সংবাদসংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হাসিনা দেশে ফেরার পরিকল্পনার কথা জানিয়েই, বলেছেন, 'দেশে ফেরার পর তাঁরা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে, এমনকী হত্যাও করতে পারে। তবুও আমাকে যেতেই হবে। আমার দলের নেতা-কর্মীরা চরম দমন-পীড়নের শিকার হচ্ছেন। মৃত্যু যদি আসেই, তবে তা যেন আমার নিজের মাটিতেই আসে।' এর আগে, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'দেশে ফিরে আসার বিষয়টি কোনও নির্দিষ্ট তারিখ বা সময়ের ওপর নির্ভর করে না। আমরা বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার এবং আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। এটা কেবল আমার ফিরে আসার জন্যই জরুরি নয়, বরং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যও অপরিহার্য।সঙ্গেই তিনি জানান, 'তবে আমি একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলতে চাই। আমার অনুপস্থিতির অর্থ আমার নীরবতা নয়। আমি প্রতিটি মুহূর্তে দেশের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আমরা- কূটনৈতিক পর্যায়ে, আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামোর আওতায় এবং বিশ্বব্যাপী সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছি।' তারপরেই তিনি ডিসেম্বরে দেশে ফিরতে চলেছেন বলে জানান, ইঙ্গিত দেন, দেশে ফিরে আত্মসমর্পণেরও।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 10-07-2026 17:13 Page 2

থাইল্যান্ডে খোঁজ মিলল ২০০০ বছর প্রাচীন ভারতীয় আংটির

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ব্যাংকক থেকে মাত্র ১৩০ কিলোমিটার দূর। ফেতচাবুরি প্রদেশের দন ইয়াই থং নামের এক শান্ত গ্রাম। সময় যেন এখানে থমকে দাঁড়িয়েছে। কিছুদিন আগের কথা। চাষ করতে গিয়ে লাঙলের ফলায় উঠে এসেছিল প্রাচীন ব্রোঞ্জের টুকরো। সেই সূত্র ধরেই শুরু হয় খননকার্য। আর তাতেই খুলল ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। মাটির গভীর থেকে পাওয়া গেল দু'হাজার বছর পুরোনো দুটি সোনার আংটি। একটি কঙ্কালের আঙুলেই জড়ানো ছিল সেগুলি। থাইল্যান্ডের ফাইন আর্টস ডিপার্টমেন্টের এই আবিষ্কার প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে সম্প্রতি শোরগোল ফেলে দিয়েছে।বিশেষজ্ঞদের অনুমান, এই প্রত্নস্থলটি থাইল্যান্ডের প্রাগৈতিহাসিক লৌহ যুগের। প্রায় দেড় হাজার থেকে আড়াই হাজার বছর আগের সময়স্রোতে এখানে বয়েছিল জীবন। জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া আংটি দুটির মধ্যে একটি একেবারেই সাদামাটা। তবে অন্য আংটিটি দেখে চোখ কপালে উঠেছে গবেষকদের। কারণ, তাতে খোদাই রয়েছে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মী লিপি। প্রাথমিক পরীক্ষার পর জানা যাচ্ছে, সেখানে লেখা রয়েছে 'পুসরাখিতাসা'। প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী এর অর্থ, 'যিনি পুষ্যা নক্ষত্র দ্বারা সুরক্ষিত'। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই পুষ্যা নক্ষত্রকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আংটির মালিক ছিলেন প্রাচীন ভারতের বৈশ্য সম্প্রদায়ের কোনও এক ধনী ব্যবসায়ী। সমুদ্র পেরিয়ে দূরদেশে বাণিজ্যে এসেছিলেন তিনি। গত ফেব্রুয়ারি থেকে এই এলাকায় এখনও পর্যন্ত ৮টি মানুষের কঙ্কাল, ব্রোঞ্জ, সোনার গয়না এবং মৃৎপাত্র মিলেছে। যা দেখে মনে করা হচ্ছে, এটি উচ্চবিত্ত বা অভিজাত শ্রেণির সমাধিক্ষেত্রও হতে পারে। আগামী এক মাসের মধ্যে এই খননকার্য শেষ হলে সমস্ত অমূল্য সম্পদ সাধারণের দেখার জন্য প্রদর্শিত হবে।অন্য দিকে, ইতিহাস ছুঁয়ে দেখার এই রোমাঞ্চকর আবহ তৈরি হয়েছে ভারতের বুকেও। সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম বৃহত্তম কেন্দ্র হরিয়ানার রাখি গড়ির প্রাচীন কঙ্কালাবশেষ নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন দফার চুলচেরা তদারকি। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া এই কঙ্কালগুলি তুলে দিয়েছে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার হাতে। প্রায় ৫৫০ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত রাখিগড়ি ছিল হরপ্পা সংস্কৃতির এক বিশাল নগরী। উন্নত জলনিকাশি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে কারুশিল্পের কর্মশালা, সবেরই প্রমাণ মিলেছে এখানে। এবার উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সেই প্রাচীন মানুষের ডিএনএ এবং জীবনযাত্রা খুঁটিয়ে দেখা হবে। থাইল্যান্ডের ধানখেত থেকে রাখিগড়ির মাটি। হাজার হাজার বছর আগের ইতিহাস যেন আজ এক সুতোয় বেঁধে দিল দুই দেশকে।

দিঘায় রথযাত্রার আগে

পর্যটকদের খাদ্যসুরক্ষায় জোর !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রথযাত্রা উৎসবকে সামনে রেখে পর্যটকদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিত করতে নিউ দিঘায় বিশেষ অভিযান চালাল পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য জেলার খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর।বৃহস্পতিবার নিউ দিঘার একাধিক ছোট-বড় হোটেল, রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকানে আচমকা পরিদর্শনে যান খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা।অভিযান চলাকালীন হোটেলগুলির রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা, ব্যবহৃত তেলের মান, খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করা এবং রান্নাঘরের সামগ্রিক পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হয়। পরিদর্শনের সময় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি ও পরিকাঠামোগত কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত সেই ত্রুটি সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে নিয়ম না মানলে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ারও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, উৎসবের মরশুমে দিঘায় পর্যটকের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। সেই সময় খাবারের মান বজায় রাখা এবং খাদ্যবাহিত রোগের ঝুঁকি এড়াতে নিয়মিত নজরদারি ও আকস্মিক অভিযান চালানো হচ্ছে। নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত খাবার পরিবেশন নিশ্চিত করাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য।প্রশাসনের আশা, এই ধরনের নজরদারি ও সচেতনতামূলক পদক্ষেপের ফলে পর্যটকরা আরও নিরাপদ পরিবেশে খাবার গ্রহণ করতে পারবেন এবং দিঘার পর্যটন ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা আরও বৃদ্ধি পাবে।উল্লেখ্য, গত ২৯ জুন পর্যটন শহর দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে ভক্তি, আচার ও ঐতিহ্যের আবহে পালিত হয় ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র ও দেবী সুভদ্রার পবিত্র স্নানযাত্রা উৎসব। তিথি ও প্রাচীন প্রথা মেনে আয়োজিত এই উৎসবকে ঘিরে মন্দির চত্বরে ভিড় করেন অসংখ্য ভক্ত ও দর্শনার্থী।মন্দিরের সামনে বাঁদিকে বিশেষভাবে নির্মিত স্নানবেদীতে মহাপ্রভুর মহাস্নানের আয়োজন করা হয়। মোট ১০৮টি কলসে ডাবের জল, দুধ, সমুদ্রের জল, ঘৃত, মধু, চন্দন, তুলসী পাতা-সহ নানা পবিত্র উপকরণ দিয়ে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী স্নান সম্পন্ন হয়। সকাল ৯টায় পাহাণ্ডি বিজয় (পাহাণ্ডি উৎসব)-এর মাধ্যমে গর্ভগৃহ থেকে শ্রীবিগ্রহকে স্নানবেদীতে নিয়ে আসা হয়েছিল। এরপর বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও পূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহাস্নানের আয়োজন করা হয়। দুপুর ১টায় গজবেশ (হাতি বেশ) দর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল, যা স্নানযাত্রার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

দিঘার জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ জানান, ২৯ জুন সন্ধ্যা থেকে ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার সরাসরি দর্শন বন্ধ থাকবে। স্নানযাত্রার পর প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ভগবান অসুস্থ হয়ে 'অনসর' কক্ষে বিশ্রামে নেবেন। ওই সময় মন্দির খোলা থাকলেও ভক্তরা মূল বিগ্রহের দর্শন পাবেন না। তবে মন্দিরে প্রবেশ করে রাধা-মদনমোহন দর্শন করতে ও পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

আপনার প্রিয় ফল শরীরে

'বিষ' হয়ে উঠছে না তো ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সুস্থতার জন্য ফল খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, একজনের জন্য যে ফলটি অমৃত, অন্যজনের কাছে সেটিই বিষের মতো কাজ করতে পারে। বিশেষ করে আপনি যদি ডায়াবেটিস, কিডনির সমস্যা বা আইবিএস (পেটের রোগ)-এ ভুগে থাকেন, তবে ফল খাওয়ার ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন হওয়া প্রয়োজন। তাহলে কোন রোগে কোন ফল বুঝেশুনে খাবেন,জেনে নিন- ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ফলের সতর্কতা অনেকের মনেই ভুল ধারণা থাকে যে, ফলের মিষ্টি যেহেতু প্রাকৃতিক, তাই এটি ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষতি করে না। এটি একদম ভুল ধারণা। ফলের মধ্যেও এক ধরণের শর্করা বা চিনি থাকে, যাকে বলা হয় ফ্রুক্টোজ। কিছু কিছু ফল খেলে রক্তে সুগারের মাত্রা খুব দ্রুত বেড়ে যায়। পাকা আম, কাঁঠাল, পাকা কলা, লিচু, আঁত ফল, খেজুর এবং কিসমিসের মতো ফলগুলোতে শর্করার পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এই ফলগুলোর 'গ্লাইসেমিক ইনডেক্স' অনেক বেশি। অর্থাৎ, এগুলো খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তে সুগারের ঝড় বয়ে যায়, যা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণকে কঠিন করে তোলে। তাই ডায়াবেটিসে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে দিনে অল্প পরিমাণে আপেল, পেয়ারা, নাশপাতি, জাম বা জামরুল খেতে পারেন। তবে পরিমাণের দিকে নজর রাখতে হবে। কিডনি রোগীদের জন্য ফল যেন 'নীরব ঘাতক', কিডনি রোগীদের ক্ষেত্রে ফল খাওয়ার নিয়ম সাধারণ মানুষের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। কিডনি যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন শরীর থেকে বাড়তি খনিজ ও বর্জ্য পদার্থ ছেঁকে বের হতে পারে না। এক্ষেত্রে কলা, ডাবের জল, কমলালেবু, মালটা, আঙুর, আমড়া, এবং শুকনো ফল সাবধানে খেতে হবেম সবচেয়ে মারাত্মক ফল হল কামরাঙা।

বিয়েতে বিদেশিদের শামিল করতে রাজি ?

আমন্ত্রণ জানালেই অ্যাকাউন্টে

ঢুকবে ২০ হাজার !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ এ ভারতে শুধু পাত্র-পাত্রী নয়, বিবাহ হয় পরিবারের সঙ্গে পরিবারের। এমন জাঁকজমক, হইহল্লা, খাওয়া দাওয়া বোধহয় অন্য কোনও দেশেই দেখা যায় না। তাছাড়া দিনের পর দিন চলে আচার অনুষ্ঠান। সত্যিই এ যেন টিকিট কেটে দেখার মতোই বিষয় !ভারতীয়দের কাছে এমন অনুষ্ঠান আলাদা করে চমকপ্রদ না মনে হলেও, বিদেশিদের কাছে তো তা বটেই। আর তাই সাম্প্রতিককালে ভারত হয়ে উঠেছে অন্য দেশের বাসিন্দাদের কাছে এক নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক পর্যটনের জায়গা, যার কেন্দ্রে রয়েছে ভারতের বিবাহবাসর ! আজ্ঞে হ্যাঁ, ভারতীয় বিয়ের জাঁকজমক, রঙিন সাজসজ্জা, ঐতিহ্যবাহী আচার-রীতি, নাচ-গান ও ভোজের অংশিদার হতে এখন হাজার হাজার বিদেশি পর্যটক মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করছে।ইতিমধ্যেই এই উদ্দেশে তৈরি হয়েছে একাধিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, যার মধ্যে অন্যতম 'জয়েন মাই ওয়েডিং'। প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের পরিচয় দেয় òAirbnb for Weddingsó হিসেবে। এর মাধ্যমে যে কোনও ভারতীয় হবু দম্পতি তাদের বিয়েতে বিদেশি অতিথিদের আমন্ত্রণ জানান এবং আগ্রহী পর্যটকরা নির্দিষ্ট ফি দিয়ে সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন। বিয়ে সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানিয়ে রাখেন দম্পতিরা, যাতে তা থেকে পছন্দের বিয়েবাড়ি বেছে নিতে পারে বিদেশিরাই।একই কাজে নিয়োজিত 'দেশি ডিস্কভারিজ' নামের প্ল্যাটফর্মটিও। তাদের লক্ষ্য বিদেশি পর্যটকদের ভারতীয় বিয়ে, উৎসব এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করা। সূত্র জানাচ্ছে, এমন সাইটগুলিতে ভারতীয় বিয়েবাড়ির টিকিটের মূল্য সর্বাধিক ২৪,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে! বিয়েবাড়িতে এসে বিদেশি পর্যটকরা অন্যান্য অতিথিদের মতোই আচরণ করেন। বরযাত্রীতে শামিল হন, বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে সঙ্গীত-মেহেন্দি উপভোগ করেন, স্থানীয় পোশাকে সেজে ওঠেন, স্থানীয় খাবারের স্বাদ নেন।বিশেষজ্ঞদের মতে, অভিজ্ঞতাভিত্তিক পর্যটনের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের উদ্যোগও দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। বর্তমানে অনেক পর্যটকই কেবল দর্শনীয় স্থান দেখতে আগ্রহী হন না, স্থানীয়দের সঙ্গে সময় কাটিয়ে সেখানকার সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ হয়ে উঠতে চান।তবে এ নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। অনেকের মতে, পারিবারিক এক অনুষ্ঠানকে বাণিজ্যিকভাবে পর্যটনের অংশ করে তোলা কতটা গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কোনও এক বিয়েবাড়িতে যতই বাইরের অতিথিরা এসে থাকুক না কেন, আদতে তা পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত মুহূর্তের উদযাপন, যার পণ্যায়ন কখনওই সমর্থন করা যায় না।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 10-07-2026 17:13 Page 3

উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি

একাধিক এলাকায় জারি হলুদ সতর্কতা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পাহাড় এবং সমতলে লাগাতার বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। গত সপ্তাহ থেকে শুরু হওয়া এই ভারী বর্ষণের সঙ্গে ভুটান পাহাড়ের বৃষ্টি যুক্ত হওয়ায় শুক্রবার সকাল থেকেই ডুয়ার্সের সঙ্কোশ, রায়ডাক, তোর্সা ও ডুডুয়ার মতো নদীগুলির জলস্তর দ্রুত বাড়ছে। পাশাপশি, জলপাইগুড়ির তিস্তা ও জলঢাকা নদীর অবস্থাও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তিস্তা ব্যারেজ থেকে দফায় দফায় জল ছাড়ায় নদীটি ফুঁসছে। এর ফলে জাতীয় সড়ক ৩১, তিস্তার দোমহনি এবং মেখ লিগঞ্জে ইতিমধ্যেই হলুদ সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন।গ্রামের পাশাপাশি কোচবিহার ও অন্যান্য জেলার পুরশহরগুলিও এখন জলমগ্ন, যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জনজীবন। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের নদী তীরবর্তী বহু বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় হু হু করে লোকালয়ে জল ঢুকছে। বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রশাসন বহু মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।এই দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা। বিশেষ করে ময়নাগুড়ি ব্লকের মরিচবাড়ি ও দোমোহনি এলাকায় তিস্তার তীব্র ভাঙনে নদীপাড়ের প্রায় তিন হাজার পরিবার চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। এখানকার বাসিন্দাদের মূল জীবিকা তিস্তার চরে চাষাবাদ করা।স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না করায় বাঁধটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, যা এখন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। অবিলম্বে এই ভাঙন রোধ করা না গেলে বিঘার পর বিঘা জমির ফসল নষ্ট হবে এবং হাজার হাজার কৃষক পরিবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে আর্থিক সংকটের মুখে পড়বে। গতকালকেই রাজ্যের রাজ্যপাল আর এন রবি উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যায় উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ বৈঠকে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বসেন।বিগত বছরগুলিতে যেভাবে উত্তরবঙ্গের মানুষ বন্যা কবলিত হয়েছিল তার রেশ এখনো পর্যন্ত কাটেনি। রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর বন্যা নিয়ে বাড়তি সতর্কতা ও দ্রুততার সহিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় এক ধাপ এগিয়ে।

সদ্য ভেঙে যাওয়া সিকিম ও শিলিগুড়ি সংযোগকারী দুধিয়া সেতুর শুভ উদ্বোধন করা হয় ভার্চুয়ালি মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে। সিকিমের ভয়াবহ বন্যার ছবিটা এখনো পরিষ্কার হয়নি উত্তরের বন্যা কবলিত মানুষ গুলোর কাছে। তাই এবার প্রশাসনের তরফে বর্ষা নামার আগেই নেওয়া হয়েছে একাধিক পদক্ষেপ। অন্যদিকে সিকিম গ্যাংটক দার্জিলিং যাওয়ার একমাত্র পথ ন্যাশনাল হাইওয়ে ১০ এ একাধিক জায়গায় ধ্বস নামার কারণে এনডিআরএফ-এর তরফে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রাস্তা সংস্কারের কাজ করা হচ্ছে।দার্জিলিং প্রশাসন সূত্রে খবর, শিলিগুড়ির কাছে সেবক ব্রিজের অদূরেই প্রবল ধসের কারণে রাস্তায় যানজট তৈরি হয়েছে। সে কারণেই পর্যটক সহ পাহাড়ি মানুষগুলোকে বিকল্প পথ ন্যাশনাল হাইওয়ে ৭১৭ ধরে যাতায়াত করার নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে এদিকে পাহাড়ি নদী তিস্তা প্রবল জনস্ফীতি বাড়িয়ে মালবাজারের টোটগাঁও গ্রামকে পুরোপুরি জনশূন্য করে দিয়েছে। প্রশাসন তাদের পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা নিচ্ছে।দার্জিলিং সাংসদ তথা মন্ত্রী রাজু বিস্তা জেলা পুলিশ ও বন্যা বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে সরজমিনে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখছে। অন্যদিকে বন মন্ত্রী মনোজ ওরাও বনদপ্তরকে বাড়তি নজরদারি রাখতে তৎপরতার সঙ্গে বন্যপ্রাণ রক্ষার কথা জানিয়েছেন। কারণ ডুয়ার্সের নদীগুলি মূলত জঙ্গলের ভেতর দিয়েই বয়ে চলা। বিগত দিনে বন্যার কারণে বহু বন্যপ্রাণীকে নদীর জলে ভেসে যাওয়ার ছবি ধরা পড়েছিল। পাশাপাশি ডুয়ার্সের নাগরাকাটা, বানারহাট, মালবাজার এলাকার চা বলয়ের নদী তীরবর্তী মানুষগুলিকে প্রশাসনের তরফে মাইকিং করে সতর্কতা করা হচ্ছে।তবে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আজ সকাল থেকেই যেভাবে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে জেলা জুড়ে রাতভর সেই বৃষ্টি অবিরাম চলতে থাকলে উত্তরবঙ্গ যে আবারো ভয়াবহ বিপদের সামনে তাকেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

পচা ডিম'-এর ভয়ে শমীকের পা

জড়িয়ে কাঁদলেন তৃণমূল নেতা

নয়া জামানা ডেক্স ঃ অভিষেক ব্যানার্জিও ডিমের হাত থেকে রেহাই পাননি। আদালতে ডিম যাতে না ছোরা হয়, তার নিশ্চয়তা চেয়েছেন। ডিমের হাত থেকে রেহাই পাননি কুণাল-মহুয়াও। কালীঘাট তৃণমূলের মিছিল থেকে, জেলার তৃণমূল নেতারা, বারেবারে ডিমে আক্রান্ত হয়েছেন। এবার পচা ডিম ছোড়ার ভয়ে বিজেপির অফিসে হাজির হলেন তৃণমূল নেতা।

বিজেপি রাজ্য সভাপতির পা জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। জানালেন নালিশও। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার প্রাক্তন তৃনমূল কাউন্সিলর কেশব দাস। তাঁর স্ত্রী রীতা দাস কাউন্সিলর ছিলেন, সম্প্রতি পদত্যাগ করেছেন। কেশব দাসের অভিযোগ, বাঁশবেড়িয়ার বিজেপি কর্মি দেবজিৎ মুখার্জি ওরফে রানা তাঁর থেকে দশ লাখ টাকা চেয়েছেন। অভিযোগ, না দিলে পচা ডিম মারা হব্ কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন বিজেপি নেতা।বিজেপি রাজ্য সভাপতি হুগলিতে যাচ্ছেন শুনে সেই অভিযোগ জানাতেই বিজেপি অফিসে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা। শমীক ভট্টাচার্য কোর কমিটির বৈঠক শেষ করে বেরোতেই তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করেন কেশব। রাজ্য সভাপতিকে ঘিরে থাকা বিজেপি নেতারা অকস্মাৎ এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সম্বিত ফিরতে কেশবকে সরিয়ে দেন তাঁরা।পরে তৃনমূল নেতা জানান, তাঁকে পচা ডিম মারা হবে। কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানো হবে যদি না দশ লাখ টাকা না দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রের খবর, যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই বিজেপি কর্মী সপ্তগ্রামের বিধায়ক স্বরাজ ঘোষের ঘনিষ্ঠ।স্বরাজ ঘোষ এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, 'তৃণমূল নেতাদের উপর বিশ্বাস নেই। তাও যদি কোনও বিজেপি কর্মী টাকাপয়সা চেয়ে থাকেন, তার যদি কোনও প্রমাণ থাকে, দলগতভাবে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু যদি অভিযোগ মিথ্যা হয় সেটাও আমরা দেখব। বিষয়টি আমার কাছে এসেছে। আমি তদন্ত করছি।

ডোমকল ফের লালে লাল !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বিধানসভা নির্বাচনে ডোমকল আসনটি জিতে এ রাজ্যে খাতা খুলেছিল সিপিএম। এবার সেই ডোমকলেই আরও এক বড়সড় সাফল্য পেল আলিমুদ্দিন। মুর্শিদাবাদের ডোমকলের ধুলাউড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা নিজেদের দখলে নিল সিপিআইএম। বৃহস্পতিবার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই এই পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান নির্বাচিত হলেন বাম নেত্রী রুনা লায়লা বিবি। বিদায়ী প্রধান পিঞ্জুরা বিবির জায়গায় এবার থেকে পঞ্চায়েত পরিচালনার দায়িত্ব সামলাবেন তিনি।রাজনীতির এই পালাবদলের নেপথ্যে রয়েছে এক নাটকীয় মোড়। একসময় বাম-কংগ্রেস জোটের সমর্থনে এই ধুলাউড়ি পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছিলেন পিঞ্জুরা বিবি। তবে ক্ষমতা পাওয়ার পর তিনি যোগ দেন তৃণমূলে। এর কিছুদিন পরই তাঁর বিরুদ্ধে নানাবিধ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে চলতি বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি একটি অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। অনাস্থা পর্বের পর ঘটে বড়সড় ভাঙন। রানিনগরের কংগ্রেস বিধায়ক জুলফিকার আলির হাত ধরে পিঞ্জুরা বিবি নিজে এবং আরও ১৬ জন তৃণমূল সদস্য সরাসরি কংগ্রেসে যোগ দেন। ফলে এই অঞ্চল থেকে কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ঘাসফুল শিবির।

নিম্নচাপের দাপটে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অংশ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাবে গত কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে কার্যত বিপর্যস্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা। বুধবার রাত থেকে শুরু হওয়া ভারী বর্ষণ বৃহস্পতিবার রাতভর অব্যাহত। শুক্রবার সকালেও জেলার অধিকাংশ এলাকায় আকাশ ছিল ঘন মেঘে ঢাকা। মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়ায় স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দিনভর ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সেই কারণে জেলার উপকূলবর্তী এলাকা এবং নদী সংলগ্ন অঞ্চলে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন।নিম্নচাপের জেরে বঙ্গোপসাগর, মোহনা ও নদীগুলিতে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছে প্রশাসন। যারা ইতিমধ্যে সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদের দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উপকূলবর্তী ব্লকগুলিতে মাইকিং করে সতর্কবার্তা প্রচার করা হচ্ছে। পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাড়ির বাইরে না বেরোনোর

আবেদন জানানো হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে।টানা বৃষ্টিতে জেলার একাধিক নিচু এলাকায় জল জমে গেছে। বিভিন্ন গ্রামীণ ও শহরতলির রাস্তায় জল জমে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। স্কুল-কলেজগামী পড়ুয়া, অফিসযাত্রী এবং সাধারণ মানুষকে চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। কোথাও কোথাও নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় জল নামতে সময় লাগছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে এবং জল নিষ্কাশনের কাজও শুরু হয়েছে।এই দুর্যোগের মধ্যে সবচেয়ে ভোগান্তির চিত্র ধরা পড়েছে কুলপি ব্লকে। কুলপি থানার অন্তর্গত করঞ্জলী থেকে ঢোলা পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। সেই গর্তে বৃষ্টির জল জমে থাকায় কোথায় রাস্তা আর কোথায় গভীর খাদ, তা বোঝাই কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।স্থানীয়দের অভিযোগ, এই রাস্তা বহু গ্রামের মানুষের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগপথ। প্রতিদিন এই পথ দিয়েই স্কুলের পড়ুয়া, রোগী, কৃষক, ব্যবসায়ী এবং নিত্যযাত্রীরা যাতায়াত করেন। কিন্তু বর্ষা শুরু হলেই রাস্তার বেহাল দশা সামনে আসে।

মোটরবাইক, অটো, টোটো এমনকি ছোট চারচাকার গাড়ি চলাচলও অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। সামান্য অসাবধানতায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।এলাকাবাসীর দাবি, অতীতেও একাধিকবার রাস্তার সংস্কারের কাজ হয়েছে। কিন্তু সেই কাজ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বর্ষা এলেই রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 10-07-2026 17:13 Page 4

আলিপুর থেকে পার্ক স্ট্রিট

কলকাতার অলিতে গলিতে আজও

লুকিয়ে মীরজাফরের স্মৃতি ?

সৈয়দ মির মুহম্মদ জাফর আলি খান বাহাদুর - এই নামের সঙ্গে অত পরিচিতি নেই আপামর বাঙালির, কিন্তু মীরজাফর - এই নামটিকে চেনে না এমন বাঙালি বিরল - নামটি বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে সমার্থক হয়ে গেছে। মীরজাফরের কর্মভূমি মূলত মুর্শিদাবাদ, কিন্তু তাঁর স্মৃতিচিহ্ন আজও বহন করে চলেছে কলকাতা। আমরা চোখ রাখি বরং ইতিহাসের সেই পাতায়। (কলকাতায় মীরজাফর) মীরজাফর নবাব হওয়ার পর প্রথম যখন কলকাতায় পা দেন তখন কোম্পানি তৈরি করে এই নবাব ঘাটটি- তবে পরবর্তীকালে ঘাট রক্ষণাবেক্ষণের খরচ দিতেন মুর্শিদাবাদের নবাবরা। নৌবহরের জন্য তৈরি হয়েছিল আরেকটি ঘাট, যেটি নবাবের ঘাটের ঠিক পাশে - নাম? মীরবহর ঘাট।কলকাতায় জমা আছে এমন অনেক রাস্তাঘাট কিংবা প্রাসাদের গল্প যাদের কোনো পার্থিব অস্তিত্ব নেই আজ - রয়ে গেছে শুধু ইতিহাসের পাতায়। সেরকমই একটি বিল্ডিং হল কলকাতার জিপিও-র পাশে পুরোনো কেল্লায় ১৭৫৭ সালে প্রথম যে মিন্ট ওরফে টাঁকশাল স্থাপিত হয় সেটি। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ছে, সিরাজদৌল্লা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির থেকে কলকাতা দখল করেন ১৭৫৬ সালের জুন মাসে এবং তাঁর মাতামহের নামে কলকাতার নাম রাখেন আলিনগর। এই খবর পৌঁছায় মাদ্রাজের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হর্তা কর্তাদের কাছে। তাঁরা তৎক্ষণাৎ রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ৯০০ জন ইউরোপীয় ও ১৫০০ জন ভারতীয় সৈন্যকে পাঠান স্থলবাহিনী হিসাবে। অপরদিকে নৌবাহিনীর নেতৃত্ব দেন ওয়াটসন। তাঁরা ডিসেম্বরের ২৯ তারিখে বজবজ দুর্গ এবং ২ জানুয়ারি, ১৭৫৭-তে কলকাতা পুনর্দখল করেন। তখন একটি সনদ স্বাক্ষরিত হয় দু-পক্ষের মধ্যে যাঁর অন্যতম শর্ত ছিল কলকাতায় টাঁকশাল স্থাপন করতে দিতে হবে। সেই সময়েই এই টাঁকশাল স্থাপিত হয়। কলকাতায় পুরোনো টাঁকশালের পাশের যে গলি, সেটার নাম নবাব লেন আর এর ঠিক নীচের গঙ্গাতীরে ছিল একটি ঘাট যার নাম নবাব ঘাট - সম্ভবত নবাব মীরজাফরকে উপলক্ষ্য করে এই ঘাট তৈরি করা হয়। (কলকাতায় মীরজাফর)১৭৫৭-এর জুন মাসে সিরাজ-উদ-দৌল্লা ও তাঁর বিপুল বাহিনীকে পলাশীর প্রান্তরে হারিয়ে দেয় রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাহিনী। যদিও সংখ্যায় নবাবের ফৌজ ছিল অনেক বেশি, কিন্তু মীরজাফরের কোম্পানির সঙ্গে গোপন আঁতাতের কারণে, তাঁর নেতৃত্বাধীন এক

বিশাল সংখ্যক সৈন্য এই যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকে। সিরাজ-উদ-দৌল্লা পরাজিত হন, গোপনে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করেন কিন্তু পরে ধরা পড়েন। নির্মম ভাবে হত্যা করা হয় তাঁকে। এরপর ক্ষমতাহীন দায়িত্বের নবাব হিসেবে, বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার পেয়ে বাংলার মসনদ পান মীরজাফর। মীরজাফর নবাব হওয়ার পর প্রথম যখন কলকাতায় পা দেন তখন কোম্পানি তৈরি করে এই নবাব ঘাটটি- তবে পরবর্তীকালে এই ঘাট রক্ষণাবেক্ষণের খ রচ দিতেন মুর্শিদাবাদের নবাবরা। নবাব তো কলকাতায় পা দিলেন - আর তাঁর লোকলস্কর, নৌবহর? সে তো নেহাত কম হবে না। তারা তো নবাবের ঘাটে নামতেও পারবে না, বজরাও বাঁধতে পারবে না। সেই নৌবহরের জন্য তৈরি হয়েছিল আরেকটি ঘাট, যেটি নবাবের ঘাটের ঠিক পাশে - নাম? মীরবহর ঘাট। এই নামে পাশে একটি রাস্তাও আছে - মীরবহর ঘাট স্ট্রিট। (কলকাতায় মীরজাফর)এই মীরজাফরের বংশধরদের একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও রয়ে গেছে কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্র পার্কস্ট্রিটে। পার্কস্ট্রিট মেট্রো থেকে রাস্তা ধরে সোজা হেঁটে গেলে আমরা পাই ৩০, পার্ক স্ট্রিট - যেখানে এক সময়ে ছিল কলকাতার প্রথম ইউরোপিয়ান থিয়েটার সঁ-সু-জি থিয়েটার আর এখন কলকাতার অন্যতম সেরা কলেজ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। যদি সেই কলেজের ঠিক উল্টোদিকে যাই, পার্ক স্ট্রিট ও রফি আহমেদ কিদওয়াই স্ট্রিটের সংযোগস্থলে আমরা দেখতে পাব একটি উঁচু প্রাচীর, ৮৫ নম্বর পার্ক স্ট্রিট বাড়িটি। তার দুটি কাঠের ফটক প্রায় ভেঙে পড়েছে, সামনে উন্মুক্ত বিশাল লন আর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এক ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা। এটি ছিল মীরজাফরের পরিবার বর্গের একদা বাসভবন - বর্তমান নাম মুর্শিদাবাদ হাউস। ক্ষমতাহীন দায়িত্বের নবাব হিসেবে, বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার পেয়ে বাংলার মসনদ পাওয়া মীরজাফরের বংশধরদেরই বাসস্থান ছিল এই প্রাসাদ। কোনো প্রামাণ্য তথ্য না থাকলেও এর গঠনশৈলী দেখে অনুমান করা হয় সম্ভবত ১৮৫০ দশকের শেষ দিকে এই প্রাসাদটি তৈরি। মীরজাফর মারা গেছেন ১৭৬৫ সালে, তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে এক এক করে নবাব হন তাঁর বংশধরেরা। ইতিমধ্যে ১৮৮০ সালে 'বাংলার নবাব' সরিয়ে 'মুর্শিদাবাদের নবাব' খেতাব চালু হয়। এইসব উত্তরাধিকারের জটিল তালিকা পেরিয়ে আমরা পাই সৈয়দ ওয়াসিফ আলি মির্জাকে, যিনি ১৯০৬ সালে এই নবাবী খেতাব পান এবং ১৯৫৯ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ১৯৩১ সালে উনিশ লক্ষ টাকার ঋণ পরিশোধ করতে পারেননি আর তাই সরকার তাঁর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে। প্রাসাদটির বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

১৭৬০ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাপে মুর্শিদাবাদে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন মীরজাফর এবং কাশিম খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এরপর তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং আলিপুরে বসবাস শুরু করেন। মনে করা হয়, তখনই তিনি কলকাতায় বেশ কিছু প্রাসাদ নির্মাণ করেন, তার মধ্যে একটি বেলভেডিয়ার হাউস যেটি তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসকে উপহার দেন।

এখানে এখন অধিগ্রহণকারীরাই মূলত বসবাস করেন। ঠিক এরকমই আরেকটি বাড়ির কথা আমরা জানতে পারি যা শুধুমাত্র যে মীরজাফরের স্মৃতি বিজড়িত তা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওয়ারেন হেস্টিংসেরও নাম। আলিপুরে চিড়িয়াখানার বিপরীতে অবস্থিত বেলভেডিয়ার হাউস। বেলভেডিয়ার হাউস একসময় ভারতের ভাইসরয়ের প্রাসাদ ছিল এবং পরবর্তীকালে বঙ্গের গভর্নরের বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে এখানে অবস্থিত । ১৭৬০ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাপে মুর্শিদাবাদে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন মীরজাফর এবং কাশিম খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এরপর তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং আলিপুরে বসবাস শুরু করেন। মনে করা হয়, তখনই তিনি কলকাতায় বেশ কিছু প্রাসাদ নির্মাণ করেন, তার মধ্যে একটি এই বেলভেডিয়ার হাউস যেটি তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসকে উপহার দেন। এই বাড়িটি ঘিরে যত না মীরজাফরের স্মৃতি তার থেকে অনেক বেশি স্মৃতি হেস্টিংসের। শোনা যায় ১৭ অগাস্ট ১৭৮০-তে এখানে ডুয়েল হয়েছিলো ওয়ারেন হেস্টিংস আর ফিলিপ ফ্রান্সিসের। ন্যাশনাল লাইব্রেরির ইতিহাস ঘাঁটলে এই ডুয়েলের পিছনে পাওয়া যায় দুশো বছরের পুরোনো এক পরকীয়ার গল্প। ক্যাথরিন ছিলেন চন্দননগরের ফরাসি ধনকুবেরের সুন্দরী যোড়শী কন্যা। কলকাতার তাবড় তাবড় ইংরেজদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন এই সুন্দরী। ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে তাঁর বন্ধু ফিলিপ ফ্রান্সিস কেউ বাদ ছিলেন না অনুরাগীদের তালিকায়। তবে পদমর্যাদা বজায় রাখতে গিয়ে হেস্টিংসকে যে শোভনতাটুকু মানতে হতো সেটুকুর সুবিধে নিয়ে ক্যাথরিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ালেন ফিলিপ ফ্রান্সিস। তিনি তখন ক্ষমতায় হেস্টিংসের ঠিক পরেই। কিন্তু এসবের মধ্যে হঠাৎই এক পার্টিতে ক্যাথরিনের সঙ্গে আলাপ হল মিঃ গ্র্যান্ডের। পছন্দও হয়ে গেলো দুজনের দুজনকে আর ক্যাথরিন হলেন মিসেস গ্র্যান্ড। তবে ধৈর্য্য হারাননি ফ্রান্সিস। তাঁর আয়োজিত এক বলপার্টিতে আবার ফ্রান্সিসের জন্য পুরোনো দুর্বলতা জেগে উঠলো ক্যাথরিনের থুড়ি মিসেস গ্র্যান্ডের। বিবাহ বহির্ভূত এই প্রেম ভালোই চলছিলো মিঃ গ্র্যান্ডের অজান্তে। এর মধ্যে একদিন মিঃ বারওয়েলের বাড়িতে ছিলো নৈশভোজের আমন্ত্রণ কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যাথরিন রয়ে গেলেন বাড়িতে। নটা নাগাদ মিঃ গ্র্যান্ড বেরোতেই পাঁচিল টপকে রাতের অন্ধকারে প্রেমিকার বাড়ি ঢুকতে গেলেন ফ্রান্সিস। কিন্তু দারোয়ানের হাতে ধরা পড়ে গেলেন তিনি। সাহেবকে আটকে রেখে গ্র্যান্ডের কাছে খবর দিতে গেলো দারোয়ান। পার্টির মাঝে খবরটা পেয়ে বাড়ি ছুটে এলেন গ্র্যান্ড কিন্তু ততক্ষণে ফ্রান্সিস পালিয়েছেন অকুস্থল থেকে। অগত্যা গ্র্যান্ড ক্যাথরিনকে কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দিলেন চন্দননগর।

ইতিমধ্যে খবর পেলেন হেস্টিংস। তিনি ফ্রান্সিসকে পাঠালেন চিঠি- বিষয় তাঁর সাথে ডুয়েলের আহ্বান। যদিও ফ্রান্সিস পটু নন বন্দুক চালানোয় তবু ডুয়েলের আহ্বান অস্বীকার করা কাপুরুষতা। স্থান ঠিক হলো বেলভেডের রোডের বাগান। ১৭৮০ সালের ১৭ অগাস্ট ভোর সাড়ে ছটায় হাজির হেস্টিংস আর ফিলিপ। হেস্টিংসের পক্ষে কর্নেল পিয়ার্স। ফ্রান্সিসের সঙ্গী কর্ণেল ওয়াটসন। দুটো পিস্তল এক সঙ্গে গর্জে উঠল। ফ্রান্সিসের গুলি হেস্টিংসের গায়েও লাগল না। কিন্তু হেস্টিংসের ছোড়া গুলি বিঁধল ফ্রান্সিসের শরীরে। সাহেব আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ফ্রান্সিস কি মারা গিয়েছিলেন? অশরীরি হয়ে ঘুরে বেড়ান তিনি আজও?

জনশ্রুতি... একবার কোন এক কর্মচারী নাকি দেখেছিল রক্তে ভেজা শরীরের এক সাহেবকে পালকিতে নিয়ে ভিতরে ঢুকছে পালকি বাহকরা। পালকির পিছন ঘোড়া নিয়ে আসছে এক সাহেব। কাছে আসতেই বেমালুম হাওয়ায় মিলিয়ে গেল তাঁরা। সেই স্মৃতি থেকেই নাকি ন্যাশনাল লাইব্রেরি চত্বরে আজও রাতের বেলা ভুতুড়ে কলকাতার প্রথম সারিতে। তবে, এ তো গল্পকথা।

বেলভেডিয়ার হাউস অথবা ন্যাশনাল লাইব্রেরি

মীরজাফরকে ইংরেজরা সংক্ষেপে আলি খান বলতেন, আর তাই তিনি যখন বর্তমান আলিপুর অঞ্চলে তাঁর কলকাতার বাসস্থান তৈরি করেন, কোম্পানির নথিতে ওই অঞ্চলকে আলিখানের জমি বলে উল্লেখ করা হয় এবং নাম হয় আলিপুর। অতীতবিলাসী কলকাতা কত ইতিহাসের চিরকুট জমিয়ে রেখেছে তার হিসাব মেলা ভার। এভাবেই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপিত হতে থাকে ইতিহাস আর কল্পনাকে ভর করে। হারিয়ে যাওয়া নামেরাও বেঁচে থাকে ইতিহাস, কল্পনা আর মিথকে সঙ্গী করে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।